গাংনীতে বিধবা নারীকে যৌন নির্যাতনের চেষ্টা মামলায় আটক ১

মেহেরপুরের গাংনীতে বিধবা এক নারীকে যৌন নির্যাতনের চেষ্টার অভিযোগে ইন্তাজ আলী নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

রবিবার রাতে ঐ বিধবা নারী বাদী হয়ে তার নামে গাংনী থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলায় ইন্তাজ আলীকে আটক করেছে পুলিশ। ইন্তাজ আলী মটমুড়া ইউনিয়নের হোগলবাড়িয়া ফকির পাড়ার ইসমাইল হোসেনের ছেলে।

গাংনী থানার ওসি মো: ওবাইদুর রহমান জানান,গত ১৮ সেপ্টেম্বর শুক্রবার মধ্যে রাতে হোগলবাড়িয়া ফকির পাড়ার জনৈক্য এক বিধবা মহিলার ঘরে প্রবেশ করে তাকে যৌন নির্যতনের চেষ্টা করে ইন্তাজ আলী। এ ঘটনায় ঐ মহিলা বাদী হয়ে তার নামে মামলা দায়ের করেছে। মামলা নং ১১ তাং ২০.০৯.২০২০ ইং।

মামলার আসামী ইন্তাজ আলীকে আটক করে মেহেরপুর আদালতে সোপর্দ করা হয়। আদালত তার জামিন না মঞ্জুর করে জেল হাজতে প্রেরনের নির্দেশ দেন।

মেহেরপুরে জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন সম্পর্কে সাংবাদিক অবহিতকরণ সভা

মেহেরপুরে জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন ২০২০ সম্পর্কে সাংবাদিকদের সাথে অবহিতকরণ সভা করেছে জেলা সিভিল সার্জন অফিস।

সোমবার বেলা সাড়ে বারোটার দিকে সিভিল সার্জনের অফিস কার্যলয়ে এ

সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সিভিল সার্জন নাসির উদ্দীনের সভাপতিত্বে এ সময় মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আজম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন সহ জেলার অনান্য সাংবাদিকবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

আগামী ২৬ তারিখ থেকে ভিটামিন ‘এ’ ক্যাম্পেইন শুরু হবে বলে জানান সিভিল সার্জন নাসির উদ্দীন। এ বছর মেহেরপুর জেলার ৩ উপজেলায় মোট ৬৮৫৭৬ জন শিশুকে ‘এ’ প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে।

এর মধ্যে সদরে- ৬-১১ মাসের শিশুকে ২২৫৫, ১২-৫৯ মাসের শিশুকে ১৭৫৪০। মুজিবনগরে- ৬-১১ মাসের শিশুকে ১১১৩, ১২-৫৯ মাসের শিশুকে ৮৬৩১।

গাংনীতে- ৬-১১ মাসের শিশুকে ৩৮৪১, ১২-৫৯ মাসের শিশুকে ৩০২৬২। পৌরসভায়- ৬-১১ মাসের শিশুকে ৭৯৪, ১২-৫৯ মাসের শিশুকে ৪১৪০।

মেহেরপুরে মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক’র উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুরের আমঝুপিতে এ এল আয়ডি এর সহযোগিতায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক এর উদ্যোগে করোনা ভাইরাসের কারনে কর্মহীন হয়ে পড়া একশত হিজড়া, বামন, সাপুড়ে,
শিল্পি, প্রতিবন্ধী ও হকারদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী সহ মাস্ক বিতরণ করেন ।

সোমবার দুপুরে তৃণমূল মডেল একাডেমি চত্তরে মউক এর নির্বাহী প্রধান আসাদুজ্জামান সেলিম এর সভাপতিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক আব্দুল কাদের।

এসময় মউক এর নির্বাহী প্রধান আসাদুজ্জান সেলিম বলেন, করোনা

কালীন সময়ের মধ্য দিয়ে মেহেরপুর জেলায় মাস্ক বিতরণ থেকে শুরু করে খাদ্য বিতরণ, মানুষের মাঝে সচেতনা মূলক প্রচারনা, হ্যান্ড স্যানিটাইজার সহ বিভিন্ন র্কায়ক্রম পরিচালনা করেছে।

এসময় বিশেষ অতিথী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা শিল্পকলা একাডেমির সম্পাদক সাইদুর রহমান।

আরও উপস্থিত ছিলেন, প্রোগ্রাম ম্যানেজার মুরাদ হোসেন, সাদ মাহাম্মুদ, ফাইমা খাতুন, কাজল রেখা প্রমুখ।

শীতে করোনা পরিস্থিতি আরো খারাপ হতে পারে-প্রধানমন্ত্রী

আসছে শীতে করোনা ভাইরাসের প্রকোপ যদি আবার বাড়ে, তা মোকাবিলায় এখন থেকেই সবাইকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ‘করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সবাই আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছে। সেজন্য হয়তো আমরা এটা মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছি। তবে সামনে শীত, আরেকটু খারাপের দিকে যেতে পারে। তবু আমাদের এখন থেকে প্রস্তুত থাকতে হবে। আমাদের এই মুহূর্ত থেকেই তা মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে।’

গতকাল রবিবার প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ ফান্ডে দেওয়া ৩৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংকসহ বিভিন্ন সংগঠনের অনুদান গ্রহণকালে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। গণভবন থেকে এক ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে তার মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে (পিএমও) এই অনুদানের চেক গ্রহণ করেন।

এই অনুদান সাধারণ মানুষের কাজে লাগবে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের বলেন, ‘এটা ঠিক যে এই করোনা ভাইরাসের কারণেই (সরাসরি উপস্থিত

থেকে) দেখা হচ্ছে না। তবু বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আপনারা যে কষ্ট করে এসেছেন আমার অফিসে, সেজন্য আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সবাই সুস্থ থাকুক এটাই আমরা চাই। দোয়া করেন, দেশটা যাতে এই করোনা ভাইরাস মহামারি থেকে মুক্তি পায়। সারা বিশ্বই যাতে মুক্তি পায়। মানুষের সত্যিই খুব কষ্ট হচ্ছে এই করোনা ভাইরাসের কারণে।’

বাংলাদেশের ব্যাংকগুলো যেন ভালোভাবে পরিচালিত হয়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে অনুষ্ঠানে উপস্থিত বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকস (বিএবি) প্রতিনিধিদের নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী। ব্যাংকের মালিকদের বিভিন্ন দাবি সরকার ‘অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে’ বিবেচনা করে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কিছু কিছু ব্যাংক আছে অতি দুর্বল হয়ে যায়। সে ক্ষেত্রে অনেক সময় মার্জ করাতে হয়। অবিবেচনা করে কিছু করা হবে না এইটুকু ভরসা রাখবেন।

যে কোনো দুর্যোগ-দুর্বিপাকে বিএবির সদস্যরা এগিয়ে আসায় তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, ‘প্রাইভেটে ব্যাংকটা দেওয়ার সিদ্ধান্ত আমরাই নিয়েছিলাম। আমরা দিয়েছি সব থেকে বেশি। গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত মানুষ যাতে ব্যাংকিংয়ে অভ্যস্ত হয়, তার ব্যবস্থাও আমরা নিয়েছি। এমনকি কৃষকদের ১০ টাকায় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার ব্যবস্থাও করে দিয়েছি।’ তিনি বলেন, ‘আমি মনে করি, সব থেকে বড় কথা আমরা যত বড় প্রাইভেট ব্যাংক দিয়েছি, ব্যাপক হারে কর্মস্থান হয়েছে, অনেক মানুষের চাকরি হয়েছে। আর আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যও সম্প্রসারিত হয়েছে। সেখানে ব্যাংকগুলো যাতে ভালোভাবে চলে আমরা সেটাও চাই।’

কোভিড-১৯-এর অভিঘাত থেকে দেশের অর্থনীতিকে মুক্ত রাখতে প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণাসহ সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতিকে সচল রাখতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। আমরা প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছি এবং যেখানে যা প্রয়োজন তা-ই দিয়েছি। কারণ জনগণের সেবা করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।’

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকস (বিএবি)-এর নেতৃত্বে ৩৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক অনুষ্ঠানে ১৬৪ কোটি টাকা, বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট ১০ লাখ টাকা, মিনিস্টার গ্রুপ ২৫ লাখ টাকা, খাদ্য মন্ত্রণালয় ৬০ লাখ টাকা, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় ১০ লাখ টাকা, বাংলাদেশ বিচার বিভাগীয় কর্মচারী

অ্যাসোসিয়েশন ৪০ লাখ টাকা প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে অনুদান দিয়েছে বলে সরকারপ্রধানের দপ্তর থেকে জানানো হয়।

অনুদান দেওয়া ব্যাংকগুলোর মধ্যে রয়েছে—এবি ব্যাংক লিমিটেড, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড, ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড, সিটি ব্যাংক লিমিটেড, ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড, ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড, এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, ইসলামী ব্যাংক (বিডি) লিমিটেড, যমুনা ব্যাংক লিমিটেড, মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড, মিডল্যান্ড ব্যাংক লিমিটেড, মধুমতি ব্যাংক লিমিটেড, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড, ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড, এনসিসি ব্যাংক লিমিটেড, এনআরবি ব্যাংক লিমিটেড, এনআরবি বাণিজ্যিক ব্যাংক লিমিটেড, এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংক লিমিটেড, ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড, পদ্মা ব্যাংক লিমিটেড, প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড, পূবালী ব্যাংক লিমিটেড, এসবিএসি ব্যাংক লিমিটেড, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড, ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড, ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড ও উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড।

আরো ছয়টি সংস্থা যেমন—খাদ্য মন্ত্রণালয়, ফোসা (ফরেন অফিসার্স স্পাউস অ্যাসোসিয়েশন), রাজশাহী মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস বাংলাদেশ (আইএবি), বাংলাদেশ জুডিশিয়াল এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন প্রধানমন্ত্রীর কল্যাণ তহবিলে অনুদান দিয়েছে। অনুষ্ঠানে বিএবির চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ অন্যান্য ব্যাংকের মালিক ও কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সূত্র-ইত্তেফাক

চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন কার্যালয়ের স্টোর কিপার

পিয়াসের কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ

চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন অফিসের স্টোর কিপার হাফিজ বিন ফয়সাল ওরফে পিয়াসের বিরুদ্ধে সরকারী ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী খোলা বাজারে বিক্রি করে কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। ইতোমধ্যে পিয়াসের বিরুদ্ধে ওঠা গুরুতর সব অভিযোগ আমলে নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন। শুরু হয়েছে অনুসন্ধান। অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে সম্প্রতি দুদকের সমন্বিত কুষ্টিয়া কার্যালয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালসহ তিনটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্টোর কিপারদের বক্তব্য নেওয়া হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন অফিসে ২০১০ সাল থেকে স্টোর কিপার হিসেবে কর্মরত রয়েছেন হাফিজ বিন ফয়সাল ওরফে পিয়াস। তিনি যোগদানের পর থেকে কেন্দ্রীয় ঔষধাগার থেকে বরাদ্দকৃত ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী সদর হাসপাতালসহ তিনটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সরবরাহ করে আসছিলেন। দীর্ঘ বছর ধরে অভিযোগ ওঠে তিনি ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী সদর হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সরবরাহ না করে খোলা বাজারে বিক্রি করে কয়েক কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন। এই অভিযোগের পর দুর্নীতি দমন কমিশন তদন্তের প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

স্টোর কিপার পিয়াসের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের প্রেক্ষিতে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্টোর কিপারদের বক্তব্য নেয়ার জন্য অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা দিন নির্ধারন করে নোটিশ দেন। সম্প্রতি সদর হাসপাতালের স্টোর কিপার হাদিউজ্জামান, জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্টোর কিপার শামসুল হক, দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্টোর কিপার হুমায়ুন কবীর ও আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্টোর কিপার জহুরুল হক কুষ্টিয়ার দুদক সমন্বিত কার্যালয়ে তাদের স্ব স্ব বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন।

সূত্র জানায়, সিভিল সার্জন অফিসের স্টোর কিপার পিয়াসের কার্যালয় এতটা বছর স্থানীয় উশৃংখল যুবকদের আড্ডা ও নেশাখানা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। দিনের বেলাতেও চলে আসছে ফেন্সিডিলের আসর। যাকে তাকে অপমান করাই হচ্ছে পিয়াসের প্রথম কাজ। সিভিল সার্জন অফিসের

কেউ প্রতিবাদ করার সাহস পান না। এমনকি সিভিল সার্জনও না। স্টোর কিপার পিয়াসের সব অপকর্ম চোখে দেখেও ভয়ে সবাই না দেখার ভান করে চলেন। সূত্র জানায়, পিয়াস এ পর্যন্ত ৮ থেকে ১০ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন। দুর্নীতি দমন কমিশনের তদন্তে সব বেরিয়ে আসবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো।

এ ব্যাপারে সিভিল সার্জন কার্যালয়ের স্টোর কিপার হাফিজ বিন ফয়সাল ওরফে পিয়াস জানান, তার বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ মিথ্যা।

তিনি বলেন, আমার অফিসের কেউ প্রতিহিংসা পরায়ন হয়ে অথবা বাইরের কেউ হয়রানি করতে দুদকের কাছে এসব অভিযোগ করেছে।

চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন ডা. এএসএম মারুফ হাসান জানান, এক বছরের বেশী সময় ধরে দুদক মামলাটি অনুসন্ধান করছে। অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা দুদকের উপসহকারী পরিচালক মো. নাসরুল্লাহ হোসাইন গত এক বছরের ঔষধ ও চিকিৎসা উপকরণের প্রাপ্তি ও ক্রয়, সরবরাহ, বিতরণ বিষয়ক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরেজমিন দেখেছেন এবং বেশকিছু ফটোকপি করে নিয়েছেন।

তিনি বলেন, ঘটনাকাল ২০১৭ সাল। সে সময় সিভিল সার্জনের দায়িত্বে ছিলেন ডা. রওশন আরা বেগম। তিনি এ ব্যাপারে ভাল বলতে পারবেন। তবে অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন ডা. রওশন আরা বেগমের মোবাইলে একাধিকবার রিং করার পরও তিনি রিসিভ করেননি। ফলে তার বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

দর্শনায় ২৪ বোতল ফেন্সিডিলসহ ৩ জন আটক

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার ওসি মাহবুবুর রহমানের নেতৃত্বে গতকাল বিকেল সাড়ে ৫ ঘটিকার সময় এস,আই মাজহারুল ইসলাম, এ এস আই মহিউদ্দিন এবং সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে অভিযান চালিয়ে মহিলা সহ ৩ জন আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃত আসামিরা হলেন মোঃ মোখলেছুর রহমান (৪০) দর্শনার আকন্দবাড়িয়া (তমালতলা) পিতা-মৃত আব্দুর রশিদ, মোছাঃ সালমা খাতুন(৩২) স্বামী মোঃ মোখলেছুর রহমান, গ্রাম আকন্দবাড়িয়া (তমালতলা), মোছাঃ মাছুরা খাতুন (৩৯), স্বামী- মোঃ আবুল কালাম, গ্রাম আকন্দবাড়ী (তমালতলা)।

দর্শনা থানা পুলিশ জানায় ০১ নং আসামির বসত বাড়ির ভিতরে মাদক ক্রয়-বিক্রয় কালে ২৪ (চব্বিশ) বোতল ফেন্সিডিল সহ ০১(এক) জন পুরুষ এবং ০২ (দুই) জন মহিলা কে গ্রেফতার করা হয়।

গাংনীতে শরিফা ফল চাষে কৃষকের সাফল্য ; ঝুঁকছে অন্যরাও

থোকায় থোকায় শোভা পাচ্ছে শরিফা ফল। বাতাসে দোল খাচ্ছে শরিফা, সেই সাথে দোল খাচ্ছে বাগান মালিকের স্বপ্ন। ব্যতিক্রমী কৃষি উৎপাদনের চিন্তা চেতনায় বিলুপ্ত প্রায় শরিফা ফল চাষে বেশ সাফল্য পেয়েছেন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চেংগাড়া গ্রামের বাহাউদ্দীন।

সুস্বাদু ও বেহেস্তি ফল হিসেবে পরিচিত শরিফা চাষে বেশ লাভবান হয়েছেন তিনি। ৮ বিঘা জমিতে বাগান করে প্রতি বছর কয়েক লক্ষ টাকা আয় করছেন । তার এই সাফল্য এলাকার তরুণ যুবকদেরকে শরিফা বাগান চাষে অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে। আগ্রহী হয়ে উঠছেন অনেকেই।

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিশিষ্ট ব্যাংকার বাহাউদ্দীন। শখের বশে আর ব্যাতিক্রমি কিছু করার চিন্তা নিয়েই বছর চারেক আগে মাত্র দুই বিঘা জমিতে শরিফা ফলের বাগান করেন। এলাকাভিত্তিক এর শরিফা ফলের নাম মেওয়া ফল বলে জানেন সকলে। স্থানীয় ভাবে বীজ সংগ্রহ করে তা রোপণ করেন । প্রথম বছরে খরচ করেন মাত্র ২০ হাজার টাকা। পরের বছর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে।

সেবছর শরিফা ফল স্থানীয় ফল বিক্রেতাদের কাছে বিক্রি করে পান ৪০ হাজার টাকা। স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে বেশি লাভবান হওয়ায় আরো ৬ বিঘা জমিতে শরিফা বাগান করেন। এ বছর তিনি ৫০ হাজার টাকা খরচ করে

মেহেরপুর জেলা পুলিশের সর্তকতা অভিযান ও মাস্ক বিতরণ

মেহেরপুরে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব রোধে মেহেরপুর হোটেল বাজার এলাকায় সাধারণ নাগরিকদের করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধে করণীয় সম্পর্কে সচেতন করতে মাস্ক বিতরণ করেছে মেহেরপুর জেলা পুলিশ।

রবিবার বিকেলে শহরের হোটেল বাজার এলাকায় মাস্ক বিতরণ ও সচেতনতা মূলক প্রচার অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এ সময় পুলিশের পক্ষ থেকে জনগণকে সতর্ক থাকা এবং মাস্ক ছাড়া ঘরের বাইরে বের না হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। একই সাথে মাস্ক ছাড়া অসচেতনভাবে রাস্তায় ঘোরাঘুরি করলে আইনত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়।

ড. মোর্শেদ হাসানকে পুনর্বহালের দাবিতে ছাত্রদলের প্রতিবাদ সমাবেশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মোর্শেদ হাসান খানকে চাকরি থেকে অব্যাহতির সিদ্ধান্ত বাতিল ও পুনর্বহালের দাবিতে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার সকাল ১০.০০টায় রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের উদ্যোগে এই প্রতিবাদ সমাবেশ হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের আহবায়ক মো. রাকিবুল ইসলাম রাকিবের সভাপতিত্বে এবং সদস্য সচিব মো. আমানউল্লাহ আমানের সঞ্চালনায় সমাবেশে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সংসদের সাধারণ

সম্পাদক ইকবাল হোসেন শ্যামল, সহ-সভাপতি জাকিরুল ইসলাম জাকির, আশরাফুল আলম ফকির লিংকন, হাফিজুর রহমান হাফিজ, মাজেদুল ইসলাম রুমন, কে এম মুসাব্বির সাফি, যুগ্ম-সম্পাদক মো. শাহনেওয়াজ, তানজিল হাসান, তবিবুর রহমান সাগর প্রমুখ।

প্রতিবাদ সমাবেশ থেকে বক্তারা অবিলম্বে ড. মোর্শেদ হাসান খানকে অব্যাহতির সিদ্ধান্ত বাতিল এবং তাকে চাকরিতে পুনর্বহালের দাবি জানান।

প্রতিবাদ সমাবেশে ছাত্রদলের দুই শতাধিক নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

ব্রণ ও ক্যান্সার প্রতিরোধে অতুলনীয় ক্যাপসিকাম

ক্যাপসিকাম এক ধরনের সবজি। এতে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন ‘সি’। অতি সহজেই এই সবজি টবে চাষ করা যায় বলে বেশ জনপ্রিয় এটি। এর রয়েছে অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতা-

চামড়া পরিষ্কার রাখতে ক্যাপসিকাম বেশ উপকারী, এটি চামড়ার র্যাশ হওয়া ও ব্রণ প্রতিরোধ করে।

এর ক্যাপসাইসিনস নামক উপাদান ডিএনএ’র সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্যান্সার সৃষ্টিকারী উপাদানের সংযুক্ত হওয়াতে বাধা দেয়। এভাবে এটি ক্যান্সার প্রতিরোধে কাজ করে।

ক্যাপসিকাম যেকোনও ব্যথা থেকে মুক্তি দেয়। মাইগ্রেন, সাইনাস, ইনফেকশন, দাঁতে ব্যথা, অস্টিওআর্থ্রাইটিস ইত্যাদি ব্যথা দূর করতে কাজ করে।

ক্যাপসিকাম দেহের বাড়তি ক্যালরি পূরণে কাজ করে। ফলে উচ্চ চর্বি থেকে যে ওজন বৃদ্ধি পায়, তা হ্রাস করে।

সি সিকনেস (সমুদ্রে যাওয়ার কারণে তৈরি অসুস্থতা), ম্যালেরিয়া, জ্বর ইত্যাদি রোধে ক্যাপসিকাম বেশ কার্যকর।

এতে অ্যালকালোয়েড, ফ্লেবোনয়েড, ক্যানিন ইত্যাদি পাওয়া যায়। অ্যালকালোয়েড অ্যান্টি-ইনফ্লামেটোরি ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে। ক্যানিন আন্ত্রিক রোগের চিকিত্সায় ব্যবহৃত হয়।

এর ভিটামিন-সি মস্তিষ্কের টিস্যুকে পুনরুজ্জীবিত করে; দেহের হাড়কে সুগঠিত করে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন